তরুণ পূজারী, কত ভালো তুমি
বেসেছিলে ঐ শুভ্র জীবনটীরে,
আপন প্রাণের পঞ্চ প্রদীপে.
আরতি করিলে তাই দেশ জননীরে!
বাহিরে তোমার অনশন ব্রত,
অন্তরে তুমি অমৃত করিলে পান!
বন্দী ভারতে দিয়ে গে'লে বীর,
মরণের পথে মুক্তির সন্ধান।
যে ধারা আনিলে আজি. ভগীরথ,
উচ্ছল তা'র, উদ্দামতা'র স্রোতে
কোথা নিয়ে যাবে কেহ নাহি জানে
ইন্দ্ররাজার লক্ষ ঐরাবতে!

যতীন্দ্র-তর্পণ

জমাট বাঁধা বুকের ব্যথা—
কইতে নারি দুখের কথা,
দিল্‌খানা হয় খিল্‌-ভাঙ্গা মোর কালের স্পন্দনে!
চোখের পানি শুকিয়ে আসে
জ্বালার আগুন নেত্রে ভাসে,
ডুক্‌রে ওঠে হৃদয়-বীণা আকুল-ক্রন্দনে!

রুদ্রনাচের তালে তালে
ভাঙন্-গানের সৃষ্টি কালে
ঘানতূলে প্রাণ পোড়ালে, মরণ-জয়ী বীর !
উড়িয়ে দিলে সকল বাঁধা !
মান্‌লে না হায় কোন বাধা,
বীরের রাজা, যতীন্দ্র, আজ উচ্চ তোমার শির !
ধন্য তরুণ গীতার ভক্ত
ধন্য নবীন অনুরক্ত,
কাজের মাঝে প্রকাশিলে গীতার মর্ম্মবাণী,
পূর্ণ প্রাণের আশার আলো
গভীর খাতে ঢাক্‌লো কালো,
পরের তরে বলি, হে বীর, দিলে পরাণখানি !
নিষ্পীড়িত ভায়ের দুঃখে
বাজ্-বেদনা বাজ্‌তো বুকে,
ঘুচাতে সে প্রাণের ব্যথা, কারায় অনশন,
বুকের রক্তো চুয়ে চুয়ে,
পড়লো ঝ'রে জমিন্ ছুয়ে,
অস্থি শুধু রইল বাকি,—বাজের সংঘটন।
দধীচির এই অস্থিদান
ব্যর্থতাতেই অবসান।
ছড়াবেনা বিষের আগুন এই ভারতের পুরে,
জাগ্‌বেনা কি দেশের মানব
শাস্‌বে নাকি দুষ্ট দানব,
অসুর কি আর মরবে না গো, রবেই স্বর্গ পূরে
অমর হ'তে অশ্রুধারা ফেল্‌বে শুধুই সুরে ?

শ্রীঅনিল কুমার সরকার।
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ।

———